নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৪, পৃঃ১১-২৪
©১৯৯৯ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ইতিহাসের মুখোমুখিঃ নৃবিজ্ঞানের উত্তর-ঔপনিবেশিক সংকট

প্রশান্ত ত্রিপুরা*

ভূমিকা

সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত 'সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞানের ভাবনাঃ বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক নৃবিজ্ঞানের একযুগ' শীর্ষক একটি আলোচনানুষ্ঠানে (ফেব্রুয়ারী ৬, ১৯৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত) অংশগ্রহণকারীদের অনেকে তাঁদের একটি অভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছিলেন: শুরুর দিকে নৃবিজ্ঞান পড়তে গিয়ে সবাইকেই বেগ পেতে হয়েছে চারপাশের লোকজনের একটা সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে, নৃবিজ্ঞান কি? এ প্রসঙ্গে বক্তাদের অনেকে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন যে সমস্যাটা এখন অনেকটা কেটে গেছে, ধীরে ধীরে নৃবিজ্ঞানের পরিচিতি বেড়েছে। তবে একই অনুষ্ঠানে একটি বিপরীত উপলব্ধিও ব্যক্ত হয়েছিল--আমরা হয়ত আত্মীয়স্বজন পড়শী বা বন্ধুদের বোঝাতে পারছি নৃবিজ্ঞান কি বস্তু, কিন্তু নিজেরা (অর্থাৎ আমরা যারা নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী বা শিক্ষক) নিজেদের প্রশ্ন করে চলছি, নৃবিজ্ঞান আসলেই কি? এটি কি ছিল? কি হওয়া উচিত? এ ধরনের প্রশ্ন যে শুধু আমরা বাংলাদেশে বসে করছি, তা অবশ্য নয়। বরং, যা কমবেশী আমাদের সবার জানা রয়েছে, গত কয়েক দশক ধরেই এগুলো পাশ্চাত্যের নৃবিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রগুলোতে নানানভাবে উচ্চারিত এবং আলোচিত হয়েছে। এই ব্যাপক আত্মসমীক্ষাকে আমরা দেখতে পারি নৃবিজ্ঞানীদের ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড়ানোর একটা সার্বিক প্রয়াসের অংশ হিসাবে, যে বিষয়ের উপর এ নিবন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে।

একথা বলা যায় যে, সাম্প্রতিক দশকগুলোতে নৃবিজ্ঞানীদের অন্তত দুটো ভিন্ন পর্যায়ে ইতিহাসের মুখোমুখি হতে হয়েছে। প্রথমত, নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে এই উপলব্ধি বেশ ব্যাপকতা পেয়েছে যে তারা যা কিছুই--সংস্কৃতি, সমাজ কাঠামো ইত্যাদি--বোঝার চেষ্টা করুন না কেন, তাদের কোন ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণই সমাজ জীবনের গতিপ্রকৃতি ও নিহিতার্থসমূহকে ভাল করে তুলে ধরতে পারে না যদি না অধীত বিষয়কে এর যথার্থ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখা হয়। যদিও ইতিহাসের দিকে নৃবিজ্ঞানীদের নজর বিভিন্নমুখীভাবে প্রসারিত হয়েছে--যেমন ঐতিহাসিকতার 'স্থানিক' রূপের উপর জোর দেওয়া (e.g. Rosaldo 1980) থেকে শুরু করে বৈশ্বিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াসমূহের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠা (e.g. Wolf 1982)--যে বিষয়টা তাৎপর্যপূর্ণ তা হল বিভিন্ন তাত্ত্বিক ধারার অনেক নৃবিজ্ঞানীই

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাসকে তাদের চিন্তাভাবনার একটা কেন্দ্রীয় অংশ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয়ত, নৃবিজ্ঞানে ইতিহাসবিযুক্ত প্যারাডাইম থেকে সরে আসার এই প্রবণতা অনেকাংশেই সূচিত হয়েছে ইউরোপ-কেন্দ্রিক বৈশ্বিক ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙন ও রূপান্তরের কারণে, যে ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে নৃবিজ্ঞান একটি জ্ঞানকান্ড হিসাবে গড়ে উঠেছিল। ফলে নৃবিজ্ঞানের নিজের ইতিহাস নিয়েও অনেক বিতর্ক ও গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে (e.g. Asad 1973; Stocking 1983-91)।

উপরে উল্লিখিত দুই অর্থে নৃবিজ্ঞানের সাথে ইতিহাসের বোঝাপড়া চলছে ঠিকই, কিন্তু 'ইতিহাসে'র অর্থ অথবা এর প্রাসঙ্গিকতার স্বরূপ, এ দুয়ের কোনটাকেই মীমাংসিত বিষয় বলা যায় না। রোজবেরী যেমনটা বলেছেন, 'নৃবিজ্ঞানীরা যখন ইতিহাসের কথা বলেন, তখন তারা আসলে ভিন্ন ভিন্ন একাধিক বিষয়কে বুঝিয়ে থাকেন' (Roseberry 1989:5)। এই পর্যবেক্ষণে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। যেমনটা যে কোন কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে, 'ইতিহাস'এর কোন সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ বা সংজ্ঞা নির্ধারিত নেই, এমনকি ইতিহাসবিদদের মধ্যেও না। বড় জোর এই বিষয়ে অনেকে একমত হবেন যে এমন কোন ইতিহাস-উর্ধ্ব দৃষ্টিকোণ থাকতে পারে না যেখান থেকে আমরা ইতিহাস নামক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করব। আর যাই হোক না কেন, বেশীর ভাগ নৃবিজ্ঞানীই সম্ভবত ইতিহাসবিদ কার-এর নিম্নোদ্ধৃত বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করবেন না, 'যখন আমরা ইতিহাস কি?, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি, তখন সচেতনভাবে হোক বা অসচেতনভাবে হোক, আমাদের উত্তরের মধ্যে আমাদের নিজেদের কালিক অবস্থানই ফুটে ওঠে, এবং যে সমাজে আমরা বাস করি তাকে আমরা কিভাবে দেখি, এই বৃহত্তর প্রশ্নের উত্তর আমরা যেভাবে দেই, তারই একটা অংশ এটি' (Carr 1989:2)। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ইতিহাসকে প্রত্যয়িত করার সমস্যা সমাজ বা সংস্কৃতিকে প্রত্যয়িত করার সমস্যার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই কোমারফ বলেন যে, 'সমাজ সংক্রান্ত কোন তত্ত্ব যদি একাধারে ইতিহাস সংক্রান্ত তত্ত্ব না হয়, বা এর উল্টোটা, তাহলে সেটাকে তত্ত্ব বলা কঠিন' (Comaroff 1982:144)। একইভাবে, যদিও কিছুটা ভিন্ন প্রেক্ষিতে, সাহলিনস লেখেন, 'ইতিহাস সংস্কৃতির মাধ্যমে বিন্যস্ত, তবে এই বিন্যাসের ধরন একেক সমাজে একেক রকম....। উল্টোটাও সত্য, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাসমূহ ঐতিহাসিকভাবে বিন্যস্ত হয়...' (Sahlins 1987:vii)। নৃবিজ্ঞানীদের ইতিহাসের দিকে নজর দেওয়ার দরকার রয়েছে কিনা, সে প্রশ্ন নিয়ে স্পষ্টতই এখন তেমন কোন বিতর্ক নেই, যেমনটা এককালে ছিল (e.g., Evans-Pritchard 1961, Schapera 1962), বরং ইতিহাস-ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক বর্ণনা-বিশ্লেষণ বা সংস্কৃতির প্রতি মনোযোগী ঐতিহাসিক বর্ণনা-বিশ্লেষণ অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা কি হতে পারে, তাই এখনকার প্রশ্ন।

এই নিবন্ধে নৃবিজ্ঞানে একসময় 'ইতিহাস' ধারণার কি ধরনের অর্থ ও গুরুত্ব ছিল তা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করার পর আমি ইতিহাসের প্রতি নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে আগ্রহ সঞ্চারিত হওয়ার বিষয়টি ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক

সাম্রাজ্যগুলোর ভাঙনের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করব। এরপর আমি ইতিহাসের সাথে বোঝাপড়ায় আসতে গিয়ে সাম্প্রতিককালে নৃবিজ্ঞানের জ্ঞানকান্ডীয় বৈশিষ্ট্যাবলীতে কি কি পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, সে বিষয়ের উপর আলোকপাত করব। সবশেষে বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞান চর্চার প্রেক্ষাপটে ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

ইতিহাসবিহীন 'ইতিহাসের বিজ্ঞান'

মারভিন হ্যারিস নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ইতিহাস লিখতে গিয়ে তাঁর গ্রন্থের শুরুতেই লিখেছেন যে, নৃবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়েছিল 'ইতিহাসের বিজ্ঞান' হিসাবে (Harris 1968:1)। তবে তাঁর বক্তব্য যথার্থ হোক বা না হোক, এ শতাব্দীর শুরুর দিকে নৃবিজ্ঞান যখন এর আধুনিক জ্ঞানকান্ডীয় রূপ পায়, ততদিনে বেশীর ভাগ নৃবিজ্ঞানীর জন্য 'ইতিহাস' বড়জোর একটা প্রান্তিক আগ্রহের বিষয়ে পর্যবসিত হয়েছিল। এর পরিবর্তে 'সংস্কৃতি' এবং 'সমাজ কাঠামো'র মত প্রত্যয়কে ঘিরেই নৃবৈজ্ঞানিক ডিসকোর্স সংগঠিত হতে শুরু করে। অবশ্য এ প্রত্যয়গুলো এমনিতে 'ইতিহাস'কে আমলে নেওয়ার প্রয়োজন বা সম্ভাবনা কোনটাকেই বাতিল করে দেয় নি। বরং নৃবিজ্ঞানকে যেহেতু ব্যাপক অর্থে 'মানব বিষয়ক বিজ্ঞান' বলে ভাবা হত, যেখানে সকল কালের ও সকল স্থানের মানুষ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় নিয়ে অধ্যয়নের অবকাশ রয়েছে, ইতিহা স ঠিক এই জ্ঞানকান্ডের পরিধির আওতাবহির্ভূত ছিল না।

বাস্তবে অবশ্য পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। যদিও উনবিংশ শতাব্দীর নৃবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশের সূত্র নির্ণয়ে ব্যস্ত ছিল, তাদের পুর্ননির্মাণের প্রয়াসগুলো--বিবর্তনবাদী ও ব্যাপ্তিবাদী উভয় ধারাতেই--অনেকাংশে অনুমান-নির্ভর হওয়ায় তাদের মধ্যে যথার্থ ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা ছিল, সে কথা বলা যায় না। যদি হ্যারিসের বক্তব্যানুযায়ী আমরা মেনেও নেই যে উনবিংশ শতাব্দীর নৃবিজ্ঞানীদের লক্ষ্য ছিল একটি 'ইতিহাসের বিজ্ঞান' প্রতিষ্ঠা করা, তাদের অনুসন্ধানসমূহের গতিপ্রকৃতি বৈজ্ঞানিক হয়ে থাকুক বা না থাকুক, যে 'ইতিহাস' নিয়ে এই 'বিজ্ঞান' সংশ্লিষ্ট ছিল বলে ভাবা হয়, তাতে বিশেষ কোন সারবস্তু ছিল না। অপর পক্ষে, যখন এ ধরনের বিশাল পরিধির সূত্রানুসন্ধানের প্রকল্পগুলো তাত্ত্বিক তথা পদ্ধতিগত সমস্যার কারণে পরবর্তীকালের নৃবিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, যেসব নূতন প্যারাডাইম এগুলোর জায়গা নিয়েছিল সেগুলোতেও ইতিহাসের জন্য তেমন কোন জায়গা রাখা হয় নি। যদিও বোয়াস ও তার অনুসারীদের 'ঐতিহাসিক নির্দিষ্টতাবাদ'কে পদ্ধতিগত দিক থেকে ঐতিহাসিক বলা যেতে পারে (সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক বা উপাদান ও সেগুলোর প্রেক্ষাপটের প্রতি বিশদ মনোযোগ দেওয়া এবং সতর্কতার সাথে ঢালাও সাধারণীকরণ পরিহার করে চলার দিক থেকে), সার্বিক বিচারে তাদের অনুসৃত ধারায়ও যথার্থ ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা ছিল না। বোয়াসীয়দের কাছে ঐতিহাসিক পুর্ননির্মাণের সমস্যাটা ছিল মূলত একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে বিভিন্ন

সংস্কৃতির নির্ণয়যোগ্য যোগসূত্রগুলো উদ্‌ঘাটনের ব্যাপার; কিন্তু সেসব সংস্কৃতির ধারক-বাহকরা 'সময়ের প্রবাহ'কে কিভাবে বুঝত, বা বিবিধ ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষিতে তাদের কার কি ভূমিকা ছিল, এ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে 'ঐতিহাসিক নির্দিষ্টতাবাদী'রা তেমন মাথা ঘামায় নি। অন্যদিকে কাঠামোবাদী-ক্রিয়াবাদীরা ইতিহাসকে পুরোপুরি নির্বাসিত করে দিয়েছিল। এর কারণ অবশ্য যতটা না ছিল পশ্চিমা নৃবিজ্ঞানীদের জাত্যাভিমানী ধারণা যে তাদের অধীত 'আদিম' মানুষদের কোন ইতিহাস ছিল না, তার চেয়েও বেশী ছিল মানব সমাজের গঠনপ্রকৃতি ও ক্রিয়াশীলতা সংক্রান্ত কিছু সাধারণ অনুমান। কাঠামেবাদী-ক্রিয়াবাদীদের কাছে কোন সমাজ ছিল ক্রিয়াশীল একটি সামগ্রিকতা, যা কোন জৈব সত্তার সাথে তুলনীয়, কাজেই এটাকে অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে বিচার্য ছিল সামগ্রিক সত্তাটার আভ্যন্তরীণ কাঠামো কেমন, এর বিভিন্ন অংশ বা অঙ্গ পুরো ব্যবস্থাটাকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কি ভূমিকা রাখে, ইত্যাদি; কিন্তু সামগ্রিক ব্যবস্থাটা বা এর কোন অংশ ঐতিহাসিকভাবে কিভাবে উদ্ভূত হয়েছিল, সে জাতীয় প্রশ্ন অপরিহার্য ছিল না।

নৃবৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের ক্ষেত্র থেকে ইতিহাস বাইরে থাকার পেছনে অনেকাংশে এই ধারণা কাজ করেছিল যে 'বৈজ্ঞানিক' ও 'ঐতিহাসিক' অনুসন্ধানের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়গুলোর প্রচলিত অর্থ অনুযায়ী বিজ্ঞানের লক্ষ্য ছিল সাধারণ সূত্র (laws) উদ্‌ঘাটন করা,[১] অন্যদিকে ইতিহাসের নজর ছিল অনন্য ও নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি। নৃবিজ্ঞানকে একটি 'বিজ্ঞান' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একে ইতিহাস থেকে আলাদা করে ফেলার তাগিদ দেখা দিয়েছিল, কারণ এটা মনে করা হত যে শেষোক্ত জ্ঞানকান্ডটির কারবার তথ্য নিয়ে, তত্ত্ব নিয়ে নয়। শুরুর দিককার নৃবিজ্ঞানীদের ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচনা মূলত আবর্তিত হয়েছিল এ ধরনের প্রশ্নকে ঘিরেই (Kroeber 1935, Boas 1948)। একই ধরনের প্রেক্ষাপটেই মেইটল্যান্ড তাঁর বহুল উদ্ধৃত রায়টা ঘোষণা করেছিলেন যে নৃবিজ্ঞানের সামনে পথ ছিল দুটি: ইতিহাসের রাস্তায় থাকা, অথবা হারিয়ে যাওয়া: "anthropology will have the choice between being history or nothing" (Maitland (1936:249).[২] অবশ্য নৃবিজ্ঞান অধিকতর 'বৈজ্ঞানিক' হবে, না 'ঐতিহাসিক' হবে, এ ধরনের প্রশ্ন কিছুটা ভুলভাবেই উত্থাপিত হয়েছিল। কার যেমনটা উল্লেখ করেছেন, '(ইতিহাস একটি বিজ্ঞান কিনা) এই প্রশ্ন যে ওঠে, তা আসলে ইংরেজী ভাষার একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যকেই নির্দেশ করে। অন্য সকল ইউরোপীয় ভাষাতেই কিন্তু 'বিজ্ঞান'-এর সমার্থক শব্দের আওতায় ইতিহাসকে নির্দ্বিধায় জায়গা দেওয়া হয়' (Carr 1986:50)। কোন জ্ঞানকান্ডে সাধারণ (general) ও নির্দিষ্ট (particular), এ দুয়ের মধ্যে কোনটাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে উভয়কেই সমান জায়গা না দিতে পারার কোন কারণ নেই। তবে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী বিভিন্ন দার্শনিক বা পদ্ধতিগত ধারার মধ্যেকার যে দ্বন্দ্ব--nomothetic বনাম idiographic, প্রত্যক্ষবাদী (positivist) বনাম

প্রপঞ্চবাদী (phenomenological) ইত্যাদি--তা অনেক আগে থেকেই চলে আসছে, যার নিষ্পত্তি এ বিরোধগুলো সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যানধারণা দিয়ে সম্ভব নয়।

নৃবিজ্ঞানে ইতিহাস উপেক্ষিত হওয়ার মূল কারণ অবশ্য মনে হয় এটাই যে 'ইতিহাসের বিজ্ঞান (অথবা ব্যাপকার্থে মানববিষয়ক বিজ্ঞান)' হওয়ার পরিবর্তে এই জ্ঞানকান্ড হয়ে উঠেছিল ইতিহাসবিহীন ('dateless')[৩] বলে বিবেচিত আদিম মানুষদের অধ্যয়নের ক্ষেত্র। 'অনক্ষর' সমাজগুলোর বেলায় লিখিত দলিলপত্র ও অন্যান্য অতীতবিষয়ক প্রামাণ্য সূত্রের অভাব বস্তুতই একটি সমস্যা ছিল, যেটাকে অনেকে মূল যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করেছেন ইতিহাসকে নৃবিজ্ঞানের পুরোপুরি বাইরে না হোক, অন্তত প্রান্তে সরিয়ে রাখার ক্ষেত্রে।[৪] অধিকন্তু লোয়ীর (Lowie) মত নৃবিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে আদিম মানুষদের মধ্যে কোন ঐতিহাসিক বোধ বা দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না (Cohn 1968:441)। তবে পেছনে ফিরে তাকালে এখন যেটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তা হল, নৃবিজ্ঞানীদের নিজেদের মধ্যেই ঐতিহাসিক বোধের অভাব ছিল, এই অর্থে যে কোন্ বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাদের 'বিজ্ঞান'টা গড়ে উঠেছিল, এ বিষয়ে তারা তেমন আত্মসচেতনতা দেখান নি। যেমনটা এথনোগ্রাফিতে সময়ের উপস্থাপনা বিষয়ে ফাবিয়ানের (Fabian 1983) মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মার্কুস ও ফিশার মন্তব্য করেছেন, যদিও '(নৃবৈজ্ঞানিক) মাঠকর্ম নির্ভর করে একই ঐতিহাসিক সময় ও পরিসরের আন্তর্ব্যক্তিক অংশীদারিত্বের উপর, এথনোগ্রাফিক উপস্থাপনাকৌশল গবেষক ও 'গবেষিত' মানুষদের মধ্যে বরাবরই একটা দূরত্ব তৈরী করেছে শেষোক্তদের সমসাময়িকত্ব ও তাদের একটা নিজস্ব আধুনিক ইতিহাসের অস্তিত্ব অস্বীকার করার মাধ্যমে' (Marcus and Fischer 1986: 97)। ফাবিয়ানের মূল্যায়নের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, 'এই অস্বীকৃতির ফলে নিজস্ব রাজনৈতিকায়িত প্রেক্ষাপট ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানের আপন সচেতনতাই রুদ্ধ হয়ে ছিল' (পূর্বোক্ত)।

ঔপনিবেশিক যুগের অবসান ও ইতিহাসে প্রত্যাবর্তন

অপশ্চিমা 'অন্য' (বিশেষত 'আদিম' মানুষদের) সম্পর্কিত তাত্ত্বিক পূর্বানুমানসমূহ এবং তাদেরকে একটি স্থির এথনোগ্রাফিক বর্তমানে উপস্থাপিত করার রচনাকৌশলগুলো যদি নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে ঐতিহাসিক চেতনার অভাব প্রতিফলিত করে, তহালে 'সামাজিক পরিবর্তন' অধ্যয়নের ব্যাপারে তাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ পরিলক্ষিত হওয়ার অর্থ সম্ভবত এই ছিল যে তাদের জ্ঞানকান্ড যে ঔপনিবেশিক বিশ্ব ব্যবস্থার পরিসরে অবস্থিত ছিল, সেই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ঘটে যাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানীরা ক্রমশ অধিকতর সচেতন হয়ে উঠছিল। নৃবিজ্ঞানীদের অধীত তথাকথিত 'আদিম' মানুষদের মধ্যে ইতিহাস-চেতনার কথিত অভাব বা লিখিত দলিলপত্রের অপ্রাপ্যতার কারণ দেখিয়ে একসময় অ-ঐতিহাসিক ধারার নৃবিজ্ঞানচর্চা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও এসব সমাজ ইউরোপীয়

ঔপনিবেশিকতার কারণে নৃবিজ্ঞানীদের চোখের সামনেই যেসব পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, সেগুলোকে অগ্রাহ্য করে চলার আর উপায় ছিল না। তাই দেখা যায় যে কাঠামোবাদী-ক্রিয়াবাদী ধারাতেও সামাজিক পরিবর্তন বেশ কিছু সময় ধরে একটা অধ্যয়নের বিষয় হয়ে উঠেছিল (উদাহারণস্বরূপ, Mair 1938, Malinowski 1945, Wilson & Hunter 1945)। অধ্যয়নের বিষয়বস্তুর পরিবর্তনশীলতার মধ্যে বৈশ্বিক ইতিহাসের স্রোতধারার প্রভাব লক্ষ্য করা কঠিন নয়। যেমন হ্যারিস লক্ষ্য করেছেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালেই সাংস্কৃতিক সংযোগ (culture contact) বিষয়ের প্রতি আগ্রহ খুব বেশী দেখা দিয়েছিল (Harris 1968:540)। অবশ্য সামাজিক পরিবর্তন বা সাংস্কৃতিক সংযোগ অধ্যয়নের ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ অনিবার্যভাবে কোন সত্যিকারের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী বা কাঠামোবাদী-ক্রিয়াবাদী ধারার পুর্নমূল্যায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না।[৫] ফলে একসময় যখন 'ইতিহাস' নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা শুরু হয়, তখনো অনেকে এর প্রাসঙ্গিকতাকে নিম্নোক্তধরনের যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্য করতেন: 'ইতিহাস সামাজিক নৃবিজ্ঞানীকে কাঠামো-বিষয়ক বিভিন্ন পুর্বানুমানের যৌক্তিকতা ও সামাজিক প্রক্রিয়াদি পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি বহুল-অবহেলিত পরীক্ষাগারের (ল্যাবরেটরি) সন্ধান দেয়' (Lewis 1968:xx)। পরিহাসের বিষয় হল, লুইসের মতে উদ্ধৃত বক্তব্যে নাকি ইভান্স-প্রিচার্ডের দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে, যদিও নৃবিজ্ঞান সম্পর্কে ঠিক এধরনের 'বৈজ্ঞানিক' প্রত্যয়নই--যেমনটা 'পরীক্ষাগারের' ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট--শেষোক্তজন একসময় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

কাঠামোবাদী-ক্রিয়াবাদী ধারা থেকে সরে আসার ক্ষেত্রে ইভান্স-প্রিচার্ডের যুক্তি শুধু এই ছিল না যে সামাজিক নৃবিজ্ঞানীদের ইতিহাসের দিকে নজর দেওয়ার দরকার ছিল, বরং সামাজিক ইতিহাসবিদদের মত করেই এটা করতে হবে, এটাও ছিল তাঁর বক্তব্য (Evans-Pritchard 1950, 1961)।[৬] ইভান্স-প্রিচার্ডের, যাঁর *The Nuer* (1940) গ্রন্থটি ক্রিয়াবাদী এথনোগ্রাফিক কাজের একটি ধ্রুপদী উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত, এই পরিবর্তন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ঘটেছিল, বিষয়টাকে যুদ্ধোত্তর কালে নৃবিজ্ঞানে যে ধরনের পরিবর্তন সূচিত হতে শুরু করে, সেগুলোর একটি যথার্থ নমুনা হিসাবে বিবেচনা করা যায়। যদিও ইভান্স-প্রিচার্ড নিজে তাঁর বা অন্যদের অবস্থানের রাজনৈতিক তাৎপর্য বা ঐতিহাসিকভাবে নিরূপিত চরিত্র সম্পর্কে কোন আলোচনা করেন নি, শীঘ্রই অনেকে নৃবিজ্ঞান ও ঔপনিবেশিকতার গোলমেলে সম্পর্ক নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে, যখন এথনোগ্রাফিক গবেষণার ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট সরাসরি বিবেচিত হতে শুরু করে নি, তখন থেকেই অনেক নৃবিজ্ঞানী তাদের মাঠ এলাকায় উপস্থিত 'অন্যান্য' পশ্চিমাদের--ঔপনিবেশিক প্রশাসক, মিশনারী, বণিক--থেকে নিজেদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। যেমন ইভান্স-প্রিচার্ডের বেলায় এটা বলা হয়েছে যে তাঁর আঁকা নুয়েরদের যে চিত্র, যেখানে এই সমাজে মর্যাদার পার্থক্যের গুরুত্বকে লঘু করে দেখানো হয়েছে এবং এটির 'প্রধানবিহীন' ও 'সমতাবাদী' চরিত্রকে বড় করে

দেখানো হয়েছে, তা ছিল কিছুটা কৌশলগত বিবেচনাপ্রসূত, সুদানস্থ ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের দৃষ্টিভঙ্গীকে সামাল দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রণীত: 'তাঁর পেশাগত প্রজন্মের অন্য অনেক সদস্যের মত তিনিও বদ্ধপরিকর ছিলেন সনাতনী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঔপনিবেশিক শাসকদের নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টাকে ঠেকানোর ব্যাপারে' (Kuklick 1984:75)।

ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলোর ভাঙন যে নৃবিজ্ঞানচর্চার বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক পুনর্মূল্যায়নের পেছনে একটা অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, এই বক্তব্যের সমর্থনে এখানে নূতন করে বিশদ কোন বিশ্লেষণ উত্থাপনের হয়ত প্রয়োজন নেই। এর পরিবর্তে যে বিষয়টা এই নিবন্ধের প্রেক্ষিতে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ্য তা হল এই যে, বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে লেখালেখি করেছেন এমন অনেক নৃবিজ্ঞানীই নিজ নিজ অবস্থানকে 'ইতিহাস'-এর নিরিখে ব্যক্ত করার তাগিদ বোধ করেছিলেন (যেমন, Harris 1968, Lewis 1968, Evans-Pritchard 1961, Levi-Strauss 1968, Auge 1982 প্রমুখ)।

অস্পষ্ট আন্তঃজ্ঞানকান্ডীয় সীমানা ও সঙ্কর ইতিহাস

ইতিহাসকে হিসাবে নিতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা ইতিহাসবিদদের ব্যবহৃত বিভিন্ন ধারণা ও পদ্ধতি ধার করেছেন বটে, তবে এটি কোন একপাক্ষিক ব্যাপার ছিল না। অনেক ইতিহাসবিদও (যেমন Le Roy Ladurie, C. Ginzburg and N. Davis) তাদের দিক থেকে নৃবৈজ্ঞানিক প্রত্যয় (সংস্কৃতি) ও পদ্ধতি (এথনোগ্রাফি) অভিনবভাবে ব্যবহার করেছেন।[৭] এধরনের আন্তঃজ্ঞানকান্ডীয় সম্পর্কের 'সন্তান'দের পরিচয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যদি না কোন একসূত্রীয় পক্ষপাতিত্ব কাজ করত, তাহলে কোন্টা ঐতিহাসিক নৃবিজ্ঞান আর কোন্টা নৃবৈজ্ঞানিক ইতিহাস, সে ধরনের ভেদরেখা টানার কোন দরকার পড়ত না। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন জ্ঞানকান্ডের মধ্যেকার সীমানা অস্পষ্ট হয়ে গেছে (Geertz 1980), এমন এক সময়ে নৃবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যেকার লেনদেনগুলো বিভিন্ন জ্ঞানকান্ডের মধ্যেকার ব্যাপকতর মিথস্ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত একটি যোগসূত্র মাত্র। ফলে নৃবিজ্ঞানের বর্তমান অস্পষ্ট গন্ডীর আওতায় সংস্কৃতি ও ইতিহাস অধ্যয়নের বিভিন্ন সমসাময়িক ধারার মধ্যে যদি কোন ক্ষেত্রে অভিন্নতা থাকে, তা হচ্ছে এক ধরনের সঙ্করতা--বিবিধ উৎস থেকে নেওয়া ধ্যানধারণা ও পদ্ধতির বিভিন্ন মাত্রার মিশেল।

সঙ্করতার উপমা বিভিন্ন সমাজের সংস্কৃতি তথা ইতিহাসের বৈচিত্র্য ও আন্তঃসম্পর্কের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্যও সহায়ক। যদিও হেগেলের মত ইতিহাসের দার্শনিকরা ইতিহাসের মধ্যে আধিবিদ্যক (metaphysical) ঐক্যের অন্বেষণ করেছেন, বর্তমানকালে ইতিহাসের বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়, যেমনটা বিভিন্ন গ্রন্থের শিরোনাম থেকেই বোঝা যায় (উদাহরণস্বরূপ, Hastrup 1992; cf. Roseberry 1989)। নিঃসন্দেহে ইতিহাসের বহুত্ব সম্পর্কে সমসাময়িক সচেতনতার পেছনে কিছুটা রয়েছে

অধিবৃত্তান্তের প্রতি উত্তর-আধুনিক অবিশ্বাস ("incredulity towards meta-narratives"; Lyotard 1984)। অধিবৃত্তান্তের আলোকে (অর্থাৎ একটি একক সার্বিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে) ইতিহাসকে দেখার উত্তর-আধুনিক বিকল্প হচ্ছে 'খন্ডায়ন' (fragmentation)-এর উপর জোর দেওয়া, এই বোধকে প্রাধান্য দেওয়া যে ইতিহাস হল বিবিধ স্থানিক বৃত্তান্তের সমন্বয় (Clifford 1986:24n)। কোমারফরাও, যাঁরা 'সংস্কৃতি/ইতিহাস লেখা'র উত্তর-আধুনিক ধারাসমূহের সচেতন বিরোধিতা করে নিজেদের অনুসৃত ধারাকে নব্য-আধুনিক বলে অভিহিত করেছেন, ইতিহাসের বহুত্বের উপর জোর দিতে ভোলেন নি (Comaroff and Comarroff 1992:ix)। কাজেই যদিও তাঁরা 'উপস্থাপনার সংকট' সংক্রান্ত উত্তর-আধুনিক উপলব্ধির ভাগীদার নন, তাঁরা তাঁদের ধারার ঐতিহাসিক নৃবিজ্ঞানকে এমন সব অবস্থান দিয়ে চিহ্নিত করেছেন (anti-empiricist, anti-objectivist, anti-essentialist) যেগুলোকে উত্তর-আধুনিকতাবাদীরা সহজেই অনুমোদন করবেন (পূর্বোক্ত: ৫; cf. Marcus & Fischer 1986, Clifford 1988)।

স্পষ্টতই, আন্তঃজ্ঞানকান্ডীয় মিথস্ক্রিয়ার ঘূর্ণাবর্তকে পাশ কাটিয়ে বর্তমানকালে খুব কম সংখ্যক নৃবিজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব শুধুমাত্র বিগতদিনের প্রতিষ্ঠিত প্রত্যয়, তত্ত্ব ও পদ্ধতির উপর ভর করে নিশ্চিন্তভাবে এগিয়ে চলা। অবধারিতভাবেই অনেক নূতন বা ধার করা প্রশ্ন, প্রত্যয় ইত্যাদির মুখোমুখি তাদেরকে হতে হচ্ছে। তবে সনাতনী নৃবিজ্ঞানের সবকিছুই যে বাতিল হয়ে গেছে, বা বাতিল করে দিতে হবে, তা নয়। বরং, যেমনটা কোমারফদের পূর্বোল্লিখিত প্রতিক্রিয়াতে প্রতিফলিত হয়, সচেতন প্রয়াসের মাধ্যমে গ্রহণ-বর্জনের সমন্বয়ে নৃবিজ্ঞান চর্চার বিদ্যমান ধারাসমূহকে আরো সমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী করে তোলা যায়। সেসাথে অবশ্য একথাও বলতে হয় যে, কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু, প্রত্যয়, পদ্ধতি, বা তত্ত্ব নৃবিজ্ঞান বা অন্য কোন জ্ঞানকান্ডের পরিচিত গন্ডীর মধ্যে পড়ে কিনা, সে প্রশ্নের চাইতেও যেটা জরুরী তা হল, বিদ্যাচর্চার ধারাকে এর নিজস্ব সময় ও পরিপার্শ্বের প্রেক্ষিতে অর্থবহ করে তোলার জন্য যেসব পরিবর্তন আনা দরকার, সেগুলো সাধিত হচ্ছে কিনা। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই আমি বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করে এ নিবন্ধ শেষ করছি।

বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানচর্চায় ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতা

বাংলাদেশে একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞান প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে এক যুগের বেশী হল। এই সময়কালে এদেশের নৃবিজ্ঞানচর্চা কোন বিশেষ স্বকীয়তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে, সেকথা বলা যায় না। যে প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক প্রসার ঘটছে তা বিবেচনায় নিলে, এবং সর্বোপরি এদেশের বিদ্যাজাগতিক কর্মকান্ডের সামগ্রিক বাস্তবতা বিচার করলে, এটা কোন অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়। নানান সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়েই এদেশে নৃবিজ্ঞানের পরিসর গড়ে

উঠেছে। বিবিধ ক্ষেত্রে আমাদের রয়েছে 'পশ্চিমে'র উপর 'তৃতীয় বিশ্বসুলভ' নির্ভরশীলতা-- বস্তুগত সহায়তা থেকে শুরু করে বুদ্ধিবৃত্তিক অনেক উপকরণ আমরা পশ্চিম থেকে গ্রহণ করছি। তথাপি, বা বলা চলে এই বাস্তবতার কারণেই, ইতোমধ্যে বিভিন্ন সময়ে এদেশে নৃবিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা তাগিদ লক্ষ্য করা গেছে যে, এই নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠে নৃবিজ্ঞান চর্চার একটা স্বকীয় ধারা আমাদের গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই 'আমরা' কারা? আর স্বকীয়তা নিরূপণের মানদন্ডইবা কি হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর আমরা যে যেভাবেই দেই না কেন, জাতি-রাষ্ট্রকেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে নিশ্চয় 'আমাদের' পরিচয় বা এদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চার বিশেষত্ব তৈরী হতে পারে না।[৮]

জাতি-রাষ্ট্রকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় 'তৃতীয় বিশ্ব'ভুক্ত[৯] একটি দেশ হিসাবে বাংলাদেশের কাঠামোগত অবস্থানকে এদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, 'তৃতীয় বিশ্ব'কে (বা 'পাশ্চাত্য'কে) বর্তমান বিশ্বে ভূ-রাজনৈতিক সীমানা দিয়ে চিহ্নিত করা অর্থহীন। এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে পাশ্চাত্যের নৃবিজ্ঞানীরা যে ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিল, 'তৃতীয় বিশ্ব'ভুক্ত একটি দেশে বসে নৃবিজ্ঞান চর্চা করছি বলে সে প্রশ্নগুলো আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং এক হিসাবে এ প্রশ্নগুলো আমাদের জন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তত্ত্ব পদ্ধতি ইত্যদির দিক থেকে আমরা এখনো প্রায় পুরোটাই পশ্চিমে বিকশিত বিভিন্ন ধারাই অনুসরণ করছি। অন্যদিকে পশ্চিমা নৃবিজ্ঞানের উত্তর-ঔপনিবেশিক সংকটের মূলে অন্যতম যে প্রশ্নটা কাজ করেছে--গবেষকরা যে সমাজের অংশ (পশ্চিমা) তার সাথে গবেষিত জনগোষ্ঠীর (অপশ্চিমা) মধ্যেকার ক্ষমতা-সম্পর্কের অসমতা--তা আমাদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। আমরা নিজ দেশে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে পারি, কিন্তু আমাদের 'গবেষিত জনগোষ্ঠী' যদি হয় গ্রামীন কৃষক, বস্তিবাসী বা সে জাতীয় অন্য কোন অধস্তন বা প্রান্তিক মানুষেরা, তাহলে গবেষক ও গবেষিতের সামাজিক অবস্থানগত অসমতা একইরকম থেকে যাচ্ছে। কাজেই 'নিজ সমাজে' কাজ করি বলে পশ্চিমা নৃবিজ্ঞানীদের তুলনায় রাজনৈতিক বা নৈতিক দিক থেকে আমরা অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থানে আছি, একথা ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করার কোন অবকাশ নেই।

উপরের আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায় যে, বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চার স্বরূপ নির্ণয়ের কাজকে পশ্চিমে এই জ্ঞানকান্ডের বিকাশ ও সাম্প্রতিক রূপান্তরের প্রেক্ষাপট থেকে বিযুক্ত করে দেখা যায় না। এমন এক সময়ে বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের প্রসার ঘটছে যখন খোদ পশ্চিমে এর জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আমরা পশ্চিমে বিকশিত নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন সনাতনী প্রত্যয়, তত্ত্ব ও পদ্ধতি নির্বিচারে গ্রহণ করতে পারি না। আমরা দেখেছি যে, সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্যে আন্তঃজ্ঞানকান্ডীয় মিথস্ক্রিয়া এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যেখানে বিভিন্ন নামে পরিচিত মানবিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট

সীমারেখা টানা যায় না। আমাদেরও লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রথাগত কোন সীমানার মধ্যে আটকে না থেকে এদেশে নৃবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের সার্বিক প্রেক্ষাপট তলিয়ে দেখা এবং আন্তঃজ্ঞানকান্ডীয় পরিসরে আমাদের ব্যবহার্য প্রত্যয়, তত্ত্ব ও পদ্ধতি অনুসন্ধান করা। এক্ষেত্রে 'ইতিহাস' আমাদের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক। একদিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার নৃবিজ্ঞানের বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসের প্রতি, অন্যদিকে সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়নে আমাদের থাকা দরকার ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ নৃবৈজ্ঞানিক কাজ হয়েছে, তার ব্যাপকতা বা গভীরতা খুব বেশী বলা যাবে না। বেশীর ভাগ কাজই উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর ফরমায়েশ অনুযায়ী করা, ফলে গবেষিত বিষয়সমূহ মূলত একটা নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে সীমিত রয়ে গেছে। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই 'মাঠকর্ম'ভিত্তিক কোন গবেষণা সম্পন্ন করা হলেই সেগুলোকে নৃবৈজ্ঞানিক কাজ বলে গণ্য করা হয়, কিন্তু নিবিড় এথনোগ্রাফিক বর্ণনা সমৃদ্ধ কাজের সংখ্যা হাতে গোণাই বলা যায়। আর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত নৃবৈজ্ঞানিক কাজ আরও অপ্রতুল। বাংলায় নৃবিজ্ঞানের যেসব পাঠ্যপুস্তক এপর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোও সনাতনী নৃবিজ্ঞানের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক নৃবিজ্ঞানের গন্ডীর বাইরে এদেশের চলমান সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াসমূহের মধ্য থেকে এমন অনেক প্রশ্ন উৎসারিত হচ্ছে, যেগুলোর উপর নৃবিজ্ঞানীরা যথেষ্ট আলোকপাত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে 'জাতীয়তাবাদ' এখনো একটা বিরাট প্রশ্ন হিসাবে বিরাজ করছে। জাতীয়তাবাদী অবস্থানসমূহ থেকে এদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের একটা নির্দিষ্ট বয়ান তৈরীর প্রয়াস চলছে। এক্ষেত্রে ইতিহাসমনস্ক নৃবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অধিকতর উন্মুক্ত এবং গতিশীল একটা বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসর তৈরীতে সাহায্য করবে বলে আমরা আশা করতে পারি।

উপসংহার

এ প্রবন্ধের উপসংহার টানতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানের সাথে আমার নিজস্ব সংশ্লিষ্টতার ইতিহাস সামান্য উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমার নিজের জন্য নৃবিজ্ঞানে আগ্রহ জন্মেছিল একটা ঐকান্তিক অন্বেষার অংশ হিসেবে। আমার মনে হয়েছিল, নৃবিজ্ঞানই একমাত্র জ্ঞানকান্ড যা আমাকে নিজের আত্মপরিচয়ের ইতিহাস ও ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করার, কথা বলার, একটা ভাষা দেয়। কিন্তু নৃবিজ্ঞান পড়তে শুরু করার পর আমি নিজেকে আবিস্কার করি একটা অনিশ্চিত অবস্থানে, প্রধানত দুটো কারণেঃ এক, প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে নৃবিজ্ঞানের ভবিষ্যত গতিপথ সম্পর্কে একটা ব্যাপক অনিশ্চয়তা তখন বিরাজ করছিল;[১০] দুই, ঔপনিবেশিক আমলের এথনোগ্রাফিক সাহিত্য থেকে 'নিজের ইতিহাস' খুঁজতে গিয়ে আমি আসলে এই সাহিত্যের স্রষ্টাদের মনোজগতের সাথেই অধিকতর পরিচিত হচ্ছিলাম, এবং এটা ক্রমশ উপলব্ধি করতে শুরু করি যে, যে 'নিজ'কে আমি চিনতে শুরু

করেছিলাম, তাতেও 'ওরা' অনেকভাবে ছাপ রেখে গেছে।[১১] এ ধরনের উপলব্ধি আমাদের দাঁড় করায় ইতিহাসের মুখোমুখি। তখন নিজের চারপাশে, নিজের সত্তায়, ইতিহাসের অজস্র ছাপ সনাক্ত করার কাজে নেমে পড়তে হয়, যে তাগিদটা, কিছুটা ভিন্ন প্রেক্ষিতে, গ্রামসী উচ্চারণ করেছেন এভাবে,

> The Starting Point of critical elaboration is the consciousness of what one really is, and is 'knowing thyself' as a product of the historical process to date, which has deposited in you an infinity of traces, without leaving an inventory. [Therefore it is imperative at the outset to compile such an inventory.] [Gramsci's 1971:324; cf. Said 1979:25].

বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞানীদের সামনে এখন গ্রামসী-বর্ণিত এই inventory প্রণয়নের তাগিদ ও সুযোগ দুটোই দেখা দিয়েছে। তবে নৃবিজ্ঞানী হিসাবে, তথা একটা নির্দিষ্ট রাষ্ট্র, শ্রেণী বা গোষ্ঠীর অংশ হিসাবে, 'নিজেদের জানা'র তাগিদে ইতিহাসের দিকে নজর দিতে গিয়ে আমরা ফুকোর উত্তর-আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীকেও বিবেচনায় না নিয়ে পারি নাঃ আমাদের করণীয় যতটা না নিজেদের জানা, তার চাইতেও আমরা যা (বিদ্যমান জ্ঞান/ক্ষমতার নির্মাণ অনুসারে), তা অস্বীকার করা (Foucault 1982)।[১২] একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় পাওয়া আমাদের নৃবৈজ্ঞানিক সত্তাকে প্রয়োজনবোধে অস্বীকার করতে হবে। নৃবিজ্ঞানকে 'ঐতিহাসিকায়িত' করার চলমান প্রয়াসগুলোর সাথে উত্তর-ঔপনিবেশিক বর্তমানে জ্ঞান/ক্ষমতার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে একটা আত্মসমীক্ষামূলক বোধ মেলাতে হবে, যদি আমাদের লক্ষ্য শুধু ইতিহাসকে অনুধাবন করা না হয়, বরং একই সাথে ইতিহাসের নির্ধারক ক্ষমতাকে মোকাবেলা করাও।

টীকা

১. বিজ্ঞান সম্পর্কে এরকম ধারণা মাথায় রেখেই মারভিন হ্যারিস লেখেন যে তাঁর *The Rise of Anthropological Theory* গ্রন্থটি লেখার মূল কারণ হল 'মানববিষয়ক বিজ্ঞানে সাধারণ সূত্র অনুসন্ধানের পদ্ধতিতাত্ত্বিক অগ্রাধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা' (Harris 1968:3)।

২. ইভান্স-প্রিচার্ড (Evans-Pritchard 1961:20-1) সমর্থনের সুরে মেইটল্যান্ডের বক্তব্যের উল্লেখ করলেও কার্যত তিনি তাঁর পরামর্শকে উল্টে দিয়ে বলেছেন যে নিজের মূল্য ধরে রাখতে হলে ইতিহাসকে আরো বেশী নৃবিজ্ঞানের মত হতে হবে। প্রসঙ্গত কহন (Cohn 1987:53) মন্তব্য করেছেন মেইটল্যান্ডের বক্তব্য বহুল-উদ্ধৃত হলেও প্রায়ই ঠিকভাবে অনুধাবন করা হয় নি (cf. Comaroff & Comaroff 1992:20)।

৩. ক্রোবারের ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছঃ "poor dateless primitives"; কহন (Cohn 1968:441) কর্তৃক উদ্ধৃত। উল্ফ দেখিয়েছেন যে 'ইতিহাসবিহীন' বলে বিবেচিত জনগোষ্ঠীরা প্রকৃতপক্ষে নৃবিজ্ঞানীদের নজরে পড়ার অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন বৈশ্বিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল (Wolf 1982)।

৪. ‘আদিম’ মানুষদের ইতিহাস যদি অধ্যয়ন করতেই হয়, তা করতে হবে এথনো-ইতিহাসের (ethnohistory) প্রান্তিক মর্যাদায় (cf. Cohn 1968)।

৫. ‘সামাজিক পরিবর্তন’ বা ‘সাংস্কৃতিক সংযোগ’ জাতীয় শব্দগুচ্ছের ব্যবহারই যে ব্যাপকতর ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন বা সংযোগ ঘটে, তা পরীক্ষা করে দেখার অনীহার ইঙ্গিত দেয়।

৬. এক্ষেত্রে ইভান্স প্রিচার্ডের বিবেচনায় পেশাদার নৃবিজ্ঞানীদের লেখা সত্যিকারের ঐতিহাসিক গ্রন্থের সংখ্যা তখন পর্যন্ত খুব কম ছিল, যেগুলোর মধ্যে তিনি ফেলেছেন তাঁর নিজের লেখা *The Sanusi of Cyrenaica* (1949) গ্রন্থকে (1961:13)।

৭. নৃবিজ্ঞানকে একটি সহ-জ্ঞানকান্ড হিসাবে বিবেচনাকারী ইতিহাসবিদ্‌দের কয়েকজনের উপর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার জন্য Cohn 1987:64-66 দেখুন।

৮. নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসে এর বিভিন্ন ধারাকে ‘ব্রিটিশ’, ‘আমেরিকান’, ‘ফরাসী’ ইত্যাদি তকমা দিয়ে চিহ্নিত করা হলেও এককভাবে এগুলির কোনটিকেই শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ইতিহাসের গন্ডীতে সম্যকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এটা ঠিক যে ঔপনিবেশিক কালে ইউরোপ ও আমেরিকার নৃবিজ্ঞানীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাঠকর্মের জন্য বেছে নিয়েছিলেন নিজ নিজ দেশের দখলে থাকা উপনিবেশগুলোর ‘আদিম’ হিসাবে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীসমূহকে। তবে এই পর্যবেক্ষণ থেকে সরাসরি এই সমীকরণ টানা যায় না যে নৃবিজ্ঞানীরা মূলত নিজ নিজ দেশের ঔপনিবেশিক প্রশাসনকে সহায়তা করার স্বার্থেই কাজ করেছিলেন। এ ধরনের অভিযোগ যে উত্থাপিত হয় নি তা নয়, এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে এগুলোর ভিত্তিও ছিল, তবু সার্বিকভাবে নৃবিজ্ঞান ও ঔপনিবেশিকতার সম্পর্ককে যে অত সরল করে দেখা যায় না, তা তালাল আসাদ ও অন্য যারা এ বিষয়ে লিখেছেন, তাদের অনেকের বিশ্লেষণেই স্পষ্ট (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Asad 1973)। যাহোক, এ সংক্রান্ত বিতর্কের বিশদ পর্যালোচনায় না গিয়েও একথা বলা যায় যে, সার্বিকভাবে নৃবিজ্ঞানকে পাশ্চাত্য-কেন্দ্রিক একটি বৈশ্বিক ডিসকোর্সের অংশ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে, কিন্তু কোন বিশেষ দেশে গড়ে ওঠা নৃবৈজ্ঞানিক ধারা সে দেশের জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্সের অংশ ছিল, তা সাধারণভাবে বলা যায় না। এক্ষেত্রে অবশ্য নাৎসীবাদের উত্থানকালের জার্মান নৃবিজ্ঞানকে ব্যতিক্রম হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

৯. সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর ‘তৃতীয় বিশ্ব’ প্রত্যয়টা এর অর্থপূর্ণতা হারিয়েছে বলে অনেকে বিবেচনা করেন এবং বর্তমান বৈশ্বিক আর্থ-রাজনৈতিক বিন্যাসকে বোঝানোর জন্য সাম্প্রতিককালে পশ্চিমা দেশগুলোতে ‘উত্তর-দক্ষিণ’ বিভাজনের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেহেতু জাপানের মত শিল্পোন্নত দেশ সাংস্কৃতিক বিচারে ‘পাশ্চাত্য’ বর্গভুক্ত না হলেও বৈশ্বিক আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পশ্চিমা শিল্পায়িত দেশগুলোর সাথে একই মেরুতে অবস্থান করছে, এই প্রেক্ষিতে ‘উত্তর-দক্ষিণ’ বিভাজনের একটা সমকালীন তাৎপর্য আছে বৈকি।

১০. এটি আশির দশকে যুক্তরাষ্ট্রে আমার ছাত্রাবস্থার অভিজ্ঞতা।

১১. এসব বিষয় আমি অন্যত্র আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছি (Tripura 1988, 1992)।

১২. ইংরেজী ভাষ্যটা এরকমঃ the task ahead of us is not so much of knowing what we are as it is of denying what we are.

তথ্যসূত্র

Asad, T., ed. (1973) *Anthropology and the Colonial Encounter.* New York: Humanities Press.

Auge, M. (1982) *The Anthropological Circle: Symbol, Function and History.* Cambridge: Cambridge University Press.

Boas, F. (1948) History and Science in Anthropology: A Reply. In *Race, Language and Culture*. New York: Macmillan.

Carr, E.H. (1986) *What is History?* (2nd edition; orig. 1961) Basingstoke: Macmillan Press.

Clifford, J. (1988) *The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature and Art*. Cambridge: Harvard University Press.

Clifford, J. & G. E. Marcus, eds. (1986) *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*. Berkeley: University of California Press

Cohn, B. (1968) Ethnohistory. In *International Encyclopedia of the Social Sciences*, pp.440-448. New York

----(1987) Anthropology and History in the 1980s: Towards a Rapproachment. In *An Anthropologist among the Historians and Other Essays*. Delhi: Oxford University Press.

Comaroff, J. & J. Comaroff (1992) *Ethnography and the Historical Imagination*. Boulder: Westview Press

Evans-Pritchard, E.E. (1940) *The Nuer*. Clarendon: Oxford University Press

------(1949) *The Sansui of Cyrenaica*. London: Oxford University Press

------(1950) Soical Anthropology: Past and Present. *Man*, No. 198.

------(1961) *Anthropology and History*. Manchester: Manchester University Press.

Fabian, J. (1983) *Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object*. New York: Columbia University Press

Foucault, M. (1982) The Subject and Power. In H. Dreyfus & P. Rabinow, eds., *Beyond Structuralism and Hermeneutics*. Chicago: University of Chicago Press.

Geertz, C. (1980) Blurred Genres. In *American Scholar*, 49:165-79

Gramsci, A. (1971) *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.

Harris, M. (1968) *The Rise of Anthropological Theory*. London: Routledge, Kegan and Paul

Hastrup, K., ed. (1992) *Other Histories*. London: Routledge

Kroeber, A.L. (1935) History and Science in Anthropology. In *American Anthropologist*, 37:539-69.

Kuklick, H. (1984) Tribal Exemplars: Images of Political Authority in British Anthropology. In G. Stocking, ed., *Functionalism Historicized (History of Anthropology, v.2)*. Madison: University of Wisconsin Press.

Levi-Strauss, C. (1968) Introduction: History and Anthropology. *Structural Anthropology*. London: Allen Lane the Penguin Press

Lewis, I.M., ed. (1968) *History and Social Anthropology*. London:

Tavistock Publications.
Lyotard, J.-F. (1984) *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Manchester: Manchester University Press.
Mair, L. (1938) *The Place of History in the Study of Culture Change: Methods of Study of Culture Contact*. Oxford: Oxford U. Press.
Maitland, F.W. (1936) The Body Politic. (Orig. pub. 1899) In *Selected Essays*. Cambridge: Cambridge University Press
Malinowski, B. (1945) *The Dynamics of Culture Change: An Inquiry into Race Relations in Africa*. P. Kaberry, ed. New Haven: Yale University Press
Marcus, G.E. & M.M.J. Fischer (1986) *Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences*. Chicago: University of Chicago Press.
Rosaldo, R. (1980) *Ilongot Headhunting, 1883-1974: A Study in Society and History*. Stanford: Stanford University Press.
Roseberry, W. (1989) *Anthropologies and Histories: Essays in Culture, History and Political Economy*. New Brunswick: Rutgers University Press.
Sahlins, M. (1987) *Islands of History*. London: Tavistock Publications. (Orig. 1985)
Said, E. (1979) *Orienatalism*.
Schapera, I. (1962) Should Anthropologists be Historians? In *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 92(2):143-56
Stocking, G., ed. (1983) *Observers Observed: Essays on Ethnographic Fieldwork. (History of Anthropology, vol.1)*. Madison: University of Wisconsin Press
----(1984) *Functionalism Historicised. (History of Anthropology, vol.2)*. Madison: University of Wisconsin Press
----(1991) *Colonial Situations: Essays on the Contextualization of Ethnographic Knowledge. (History of Anthropology, vol.7)*. Madison: University of Wisconsin Press
Tripura, P. (1988) Anthropology and History in the Mirror of Self [Unpublished Term Paper, University of California, Berkeley].
-----(1992) The Colonial Foundation of Pahari Ethnicity. *Journal of Social Studies*, No. 58
Wilson, G. & M. Hunter (1945) *The Analysis of Social Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
Wolf, E.R. (1982) *Euorope and the People without History*. Berkeley: University of California Press.